বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা ।

বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েব সাইট ঃ www.bangladeshbank.org.bd

সার্কুলার পত্র নং-০২/২০০৯

তারিখঃ ২৫ চৈত্র, ১৪১৫ / ০৮ এপ্রিল, ২০০৯

সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের
প্রধান কার্যালয়/প্রিন্সিপাল অফিস ।

১৯৪৭ সালের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৮এ এবং ১৮ বি ধারার আওতায় অনুমোদন গ্রহণ/নবায়ন/অন্তর্ভুক্তির আবেদন অত্র কার্যালয়ে প্রেরণকালে প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি প্রেরণ প্রসংগে

প্রিয় মহোদয়গণ,

শিরোনামোক্ত বিষয়ে অত্র বিভাগের ২৪/০৯/২০০৭ তারিখে জারীকৃত সার্কুলার পত্র নং-০১/২০০৭ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে ।

০২। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ১৯৪৭ সালের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৮এ ধারার আওতায় অনুমোদন/নবায়ন/অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত গ্রাহকের আবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণকালে এডি ব্যাংকগুলো কর্তৃক সুত্রোক্ত সার্কুলার পত্রের নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন না করে আবেদনের সমর্থনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি/দলিলাদি ব্যাংক শাখা প্রান্তে পরীক্ষণ ভিন্ন ত্রুটিযুক্ত কাগজপত্রাদি/দলিলাদি দাখিল করে । ফলে পুনঃ পরীক্ষণে ত্রুটিপূর্ণ কাগজপত্র/দাখিল না করা কাগজপত্র পুনঃ দাখিলের জন্য বলা হয় । এতে সময়ক্ষেপন হয় এবং গ্রাহকের স্বাভাবিক ব্যবসায়িক/ব্যাংকিং কার্যক্রম ব্যহত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে রপ্তানী বিঘ্নিত হয় যা আদৌ কাম্য নয় ।

০৩। আইনের যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিতকরণ ও ভুলভ্রান্তিজনিত কারনে সময়ক্ষেপণ এড়ানোর লক্ষ্যে অত্র বিভাগ কর্তৃক ২৪/০৯/২০০৭ তারিখে জারীকৃত সার্কুলার পত্র নং-০১/২০০৭এ বর্ণিত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে তাদের গ্রাহকের আবেদন প্রেরণকালে ১৪/০৫/২০০১ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার পত্র নং-এফইপিডি(কম)/২১২/২০০১-৫৮৮ এর নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ এর জন্য এডি ব্যাংকগুলোকে পুনরায় পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে । অনুমোদন গ্রহণ/নবায়ন/অন্তর্ভুক্তি ও ঋণপত্র হস্তান্তরের অনুমোদন সংক্রান্ত প্রক্রিয়া ব্যবসা বান্ধব ও সহজীকরণের লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগের ০৮/০৪/২০০৯ তারিখের সার্কুলার পত্র নং-০১/২০০৯ এর নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণসহ তা সংশ্লিষ্ট সকল গ্রাহক-কে অবহিত করার জন্যও এডি ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে । এক্ষেত্রে এডি ব্যাংকের কোন গাফিলতি/শৈথিল্যতার কারনে আমদানী-রপ্তানী কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটলে সংশ্লিষ্ট দায়ী কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব নিরুপণপুর্বক তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাদেরকে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে ।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ আবদুল মতিন মাহবুব)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৭১২৫০২৪